তারিখ 18 APR 2017
পৃষ্ঠা ....

সংবাদ

কওমি মাদ্রাসার সমান্তরাল শিক্ষা সনদ বিপর্যয় ডেকে আনবে শিক্ষা ব্যবস্থায়

নিজেরাই নিজেদের সনদ দেবে কওমি মাদ্রাসা। এর জন্য নেই বিধিবদ্ধ কোন স্বীকৃত
শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমান্তরাল স্বাধীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা
চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি।
একটি পৃথক স্বাধীন সংস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত হবে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর
দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা। এই ডিগ্রিকেই সরকার সম্প্রতি স্নাতকোত্তরের (ইসলামিক
স্টাডিজ ও আরবি) সমমান দিয়েছে। 'আল-হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল
কওমিয়া বাংলাদেশ' নামের ওই সংস্থার অধীনে আগামী ১৫ থেকে ২৫ মে অভিন্ন প্রশ্নে
অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। গত রোববার দাওরায়ে হাদিস বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে এ তথ্য
জানানো হয়। বৈঠক শেষে কমিটির সদস্য মাওলানা মাহফুজুল হক সাংবাদিকদের
বলেন, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ১১ সদস্যের একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উপ-কমিটি গঠন করা
হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনোনীত করা হয়েছে গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার
মাওলানা শামসুল হককে। প্রজ্ঞাপনে থাকা ছয়টি বোর্ডে নিবন্ধিত দাওরায়ে হাদিসের
মাদ্রাসাগুলো ওই সংস্থায় নিবন্ধিত বলে গণ্য হবে।

কওমি মাদ্রাসার ওপর সরকারের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য-
উপাত্ত সংগ্রহ না করে এবং কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির ন্যূনতম সংস্কার না করেই
কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা এবং স্বাধীন পরীক্ষা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয়ায় পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায়
নৈরাজ্য ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কওমি মাদ্রাসায় কারা পড়ে, কারা
পড়ায়, দেশে কতটি মাদ্রাসা রয়েছে, কতজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী আছে, এসব মাদ্রাসার
অর্থায়নের উৎস, কারিকুলাম বিশেষ করে কী পড়ানো হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই
সরকারের কাছে। সরকার ভালো করেই জানে কওমি মাদ্রাসায় মুক্তিযুদ্ধ এবং
বাংলাদেশের ইতিহাস পড়ানো হয় না। জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। কওমি মাদ্রাসার
পাঠ্যক্রমে বাংলাদেশের কোন অস্তিত্বই নেই। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' উপেক্ষা করে
'রাজনৈতিক বিবেচনায়' কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে সাধারণ শিক্ষার মাস্টার্স
সনদের সমমানের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন
হলো, কোনরকম আইনি বিধি-বিধান, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ছাড়া একটি সংস্থার
অধীনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কী করে বা কোন যুক্তিতে দেয়া হবে? পৃথিবীর কোথাও এর
কি কোন নজির আছে? আমরা প্রায় সবাই জানি, বিশ্বের কোথাও, অন্য কোন দেশেই
এমন উদ্ভট, আজগুবি ও অবাস্তব সিদ্ধান্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেয়ার নজির নেই।
অথচ বাংলাদেশে তাই করা হলো। সেই উদ্ভট দৃষ্টান্তই স্থাপন করা হলো। কওমি
মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবেই সরকারি স্বীকৃতি দেয়া হলো। এমনকি
সনদ প্রদানে বিধিবদ্ধ কোন কর্তৃপক্ষও রাখা হলো না।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে একমুখী শিক্ষার কথাই বলা হয়েছিল। এই নীতি বাস্তবায়ন
হলে দেশে একটি সুস্থ ধারার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠত। কওমি মাদ্রাসাগুলোকে
মূল ধারায় ফেরানোর জন্য বছর পাঁচেক আগে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সেই
কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী যদি কাজ করা হতো তাহলেও কওমি মাদ্রাসাগুলোয়
সরকারের অন্তত কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ থাকত। বাস্তবে হয়েছে এর উল্টো। কওমি
মাদ্রাসাগুলোই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা শুধু তাদের অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থায়
সরকারি স্বীকৃতিই আদায় করে ছাড়েনি, এর সনদ দেয়ার ক্ষমতাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই
রেখেছে।

সরকার কওমি মাদ্রাসার দাবি যেভাবে পূরণ করতে চলেছে, আমরা মনে করি তার
ফল কখনই শুভ হবে না। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া একটি শিক্ষা ধারাকে সরকারি সনদ দেয়া মানে
দেশকে সংকটে ফেলা। পাঠ্যক্রম সাম্প্রদায়িকীকরণ ও এই স্বীকৃতি হবে দেশের জন্য
চরম অন্তর্ঘাতমূলক। সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন একটি শিক্ষাকে যদি মাস্টার্সের
মর্যাদা দেয়া হয় তবে দেশের হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কেউ একইভাবে স্বীকৃতির
দাবি করলে সরকার দিতে বাধ্য, অন্যথায় তারা বৈষম্যের কথা তুলতেই পারেন।
তাছাড়া শিক্ষানীতিতেও এভাবে কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয় উল্লেখ নেই।
কাজেই এ সিদ্ধান্ত যে ভুল এবং এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হতে
পারে সেটা যত দ্রুত উপলব্ধির পর্যায়ে আসবে ততই মঙ্গল। এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত থেকে
অবশ্যই সরে আসতে হবে সরকারকে। শিক্ষানীতি অনুযায়ী একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নের
দিকেই মনোযোগী হতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...........
তারিখ...........

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর